CLASS X

BENGALI PRACTICE QUESTIONS,2024-2025

SET 1

ANSWER KEY

1. "আমি তো সওদা করিতে আসি না।"-- কখন বক্তা একথা বলেন? বক্তার এর পরবর্তী বক্তব্যের আলোচনা সাপেক্ষে কেন তিনি মেওয়া নিয়ে আসেন, তা বিস্তৃত করো। (2+3=5)

উ:- রক্ত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে আত্মার বন্ধনের জয়গাথাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত কাবুলিওয়ালা গল্পের মূলসুর। পার্বত্য প্রদেশের ধূ ধূ মরুপ্রান্তরকে পিছনে ফেলে নৈমিত্তিক জীবন যাপনের রসদ জোগাড় করতেই রহমতের পেস্তা বাদাম কাজু মেওয়ার ঝুলি ঘাড়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। সেই রহমত বাড়ি ফেরার আসন্নলগ্নে মিথ্যাচারী প্রতিবেশীকে গুরুতর আঘাত করে আট বছর কারাবাস শেষে ছোট্ট মিনির কথা স্মরণ করে কিঞ্চিৎ বাদাম কিসমিস নিয়ে আসে। খোঁখীর জন্য আনা এই মেওয়া কিসমিসকে কথক অর্থাৎ মিনির পিতা অর্থমূল্যে ক্রয় করতে উদ্যত হলে বক্তা কাবুলিওয়ালা রহমত এ কথা জানিয়েছে।

অর্থ উপার্জনের তাগিদে নিজের পরিবার পরিজনকে ছেড়ে, নিজের ছোট লড়কিকে পাষাণ প্রহরায় রেখে রহমত কলকাতায় এসে মিনিকে দেখেছিল। বুভুক্ষু পিতৃহৃদয় মিনির সাহচর্যে ভুলে থাকতে চেয়েছিল আপন দুহিতার সঙ্গে আলাপ চারিতার বিচ্ছেদ ব্যথা। তার বিশাল বক্ষ জুড়ে ছিল সন্তানের অমলিন স্মৃতিপট আর মস্ত ঢিলা জামার মধ্যে বক্ষপাশে ছিল ভুষা মাখা হাতের মলিন ছাপ। বিরহী বিশাল বক্ষে সুধাসঞ্চার করা সেই স্মরণ চিহ্নটুকুকে আশ্রয় করেই রহমতের কলকাতা প্রবাসের দিন গুজরান। এর মাঝে মিনির হাস্যোজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল এক নির্মল আত্মিক বন্ধন, পিতৃহৃদয়ে সুখসঞ্চারের এক অপরিসীম তৃপ্তি। তাই তিনি সওদা করতে নয়, অপত্য স্নেহেই এসব নিয়ে আসেন।

2. "আমারই দোষ" – কে, কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলেন? এই ঘটনায় প্রকৃতপক্ষে তিনি কীভাবে দোষী ছিলেন? (2+3=5)

উ:-গ্রামসম্পর্কিত দুই ভাইয়ের প্রগাঢ় আত্মিক বন্ধনের নিবিড়তার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'দানপ্রতিদান' গল্পে রাধামুকুন্দ আর শশিভূষণ এর চরিত্র দুটিতে কখনো আলো কখনও ছায়ার এক অরূপ সমাবেশ ঘটিয়েছেন। শশিভূষণের এনাৎশাহী পরগণা নিলাম হয়ে যায় কারণ খাজনা দিতে যাওয়ার সময় পথে ডাকাত খাজনা লুণ্ঠন করায় নির্দিষ্ট দিনে সরকারী খাজনা জমা করা যায়না।নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে গভর্মেন্টের খাজনা শোধ না করতে পারলে জমিদারি নিলাম হয়ে যাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। যেহেতু এই খাজনা সঠিক সময় পৌঁছে দেওয়ার ভার ন্যস্ত ছিল রাধামুকুন্দের উপর, তাই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মনে করেছেন জমিদারি নিলাম হওয়ার অপরাধী তিনিই।

প্রকৃতপক্ষে জমিদারি নিলাম হওয়ার নেপথ্যে ছিলেন স্বয়ং রাধামুকুন্দ। অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে শশিভূষণ এবং রাধামুকুন্দের মাঝে ছিল যোজন দূরত্ব। এই দূরত্ব দুই ভাইয়ের মাঝে কোনো বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে অক্ষম হলেও ব্রজসুন্দরীর বাক্যবাণে নিরন্তর অতিষ্ঠ হয়ে রাসমণির দিনাতিপাত ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠেছিল আর সেই উত্তাপের আঁচ স্পর্শ করছিল রাধামুকুন্দকেও। সাংসারিক সমস্যা থেকে মুক্তির তাড়নায় রাধামুকুন্দ অর্থনৈতিক কৌলিন্যের আভিজাত্যটুকু দূর করে দেওয়ার জন্যই ষড়যন্ত্র করে সদর খাজনা লুঠ করিয়ে জমিদারি নিলাম করেছিলেন। তিনি জানতেন যে এই বিত্তের ফারাক বিলুপ্ত হলেই ব্রজসুন্দরীর বাক্যবাণ নিবৃত্ত হবে, ফলস্বরূপ নৈমিত্তিক অশান্তি এবং দুই ভাইয়ের বিচ্ছেদ সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে।তবুও শশিভূষণের অজ্ঞাতসারে এমন অনৈতিক কার্যের জন্য অবশ্যই রাধামুকুন্দ ‘দোষ’ করেছিলেন।

3."রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"—

কে, কোথায় যাওয়ার কথা জানিয়েছেন? এ কথায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া এবং তার সামঞ্জস্যে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির মধ্যে বেদনাবিধুর যে ছবি ফুটে উঠেছে তার উল্লেখ করো। (2+3=5)

উ:-প্রথম কাজ আরম্ভ করেই উলাপুর গ্রামে এসে পোস্টমাস্টারের রীতিমতো জলের মাছের ডাঙায় এসে পড়ার মত যে অবস্থা হয়, তার প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে। এই আত্মীয় পরিজন বিবর্জিত গ্রাম্য পরিবেশে জ্বরের প্রকোপে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন শহুরে পোস্টমাস্টার। রতনের নিরন্তর সেবায় যত্নে খানিক সুস্থ হয়েই তিনি বদলির দরখাস্ত করেছিলেন। সেই আবেদন না মঞ্জুর হওয়ায় তিনি কাজে জবাব দিয়ে বাড়ি যাওয়ার কথা জানিয়েছেন ।

প্রভুত্বের কেজো সম্পর্ক পেরিয়ে পোস্টমাস্টার যখন জানালেন যে তিনি কাজে জবাব দিয়ে বরাবরের মতই চলে যাচ্ছেন, আর আসবেন না, রতন তখন ব্যথাদীর্ণ চিত্তে কোনও কথাই বলে নি। তার মনের নিভু নিভু আশা ভরসা যেন মিটমিট প্রদীপ শিখায় এবং মনের গভীরের ক্রন্দনাবেগ যেন টপ টপ বৃষ্টি ফোঁটায় প্রকাশ পেয়েছে। অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় কর্মদ্যোগও যেন হ্রাস পায় রতনের। তাই অন্যদিনের মত তেমন চটপট রুটি হয় না। ব্যথাভরা আবেগে দাদাবাবু তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন কী না জানতে চাইলে তা যে নিতান্ত হাস্যকর এবং অসম্ভব প্রস্তাব একথা জানার পর রতনের আঘাত যেন অভিমানের রূপে তার হৃদয়কে বহুগুণে গ্রাস করে।

4. সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে লেখো:- (1×5=5)

i) মন্তব্য : রতন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কেঁদে উঠে বলেছিল যে, পোস্টমাস্টারের কাউকে কিছু বলতে হবে না, সে আর থাকতে চায় না।

কারণ: ক) তার থাকার ব্যবস্থা অন্যত্র হয়েছিল।

কারণ: খ) সে স্নেহ চেয়েছিল, দয়ার দাক্ষিণ্য চায় নি।

কারণ বিষয়ে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো:

A.কারণ ক) ঠিক ও কারণ খ) ভুল

B. কারণ ক) ভুল ও কারণ খ) ঠিক ✔

C. ক) ও খ) দুটিই ভুল

D. ক) ও খ) দুটিই সঠিক

ii) 'বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না।'--কখন?

A. পোস্টমাস্টার যখন উলাপুর গ্রামে আসেন

B. পোস্টমাস্টার যখন চলে যাবেন বলেছিলেন

C. পোস্টমাস্টার যখন রোগকাতর হন ✔

D. রতনকে যখন রান্না করতে হয়

iii) 'এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম।' -- বক্তা কে?

A.ব্রজসুন্দরী

B. শশিভূষণ ✔

C. রাসমণি

D. রাধামুকুন্দ

iv) মন্তব্য : মিনির বিবাহের উৎসব সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ তার পিতা ছেঁটে দিতে বাধ্য হলেন।

কারণ: ক) কথকের মনের বেদনার কারণে

কারণ: খ) রহমতকে দেশে ফেরার খরচ বাবদ কিছু অর্থ দেওয়ার জন্য

কারণ বিষয়ে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো:

A. কারণ ক) ও কারণ খ) দুটিই ভুল

B. কারণ ক) সঠিক ও কারণ খ) ভুল

C. কারণ খ) সঠিক ও কারণ ক)ভুল ✔

D. কারণ ক) ও ক) দুটিই সঠিক

v) মিনির বিবাহ কোন্ সময় স্থির হয়?

A.বর্ষাকালে

B. শরৎকালে ✔

C. গ্রীষ্মকালে

D. শীতকালে